বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২

MARTYRS' DAY AND INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2022

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ফে ব্রু য়া রি

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২

স্মরণিকা

MARTYRS' DAY AND INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2022

MEMORABILIA

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

International Mother Language Institute (IMLI)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশকাল : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ৮ ফাল্গুন ১৪২৮

স্বত্ব © : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

সম্পাদক : মোঃ কেরায়েত হোসেন তালুকদার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন

ভাষা-সম্পাদক (ইংরেজি) : প্রফেসর মোঃ আবদুর রহিম

যুগ্ম-সম্পাদক : মোহাম্মদ আবু সাঈদ

সহযোগী সম্পাদক : সংগীতা রুদ্র

স্মরণিকা উপকমিটি

১. মোঃ কেরায়েত হোসেন তালুকদার, মহাপরিচালক, আমাই	আহ্বায়ক
২. প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই	সদস্য
৩. মোঃ নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	সদস্য
৪. চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫. ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬. মোঃ আবদুর রহিম, অধ্যাপক (ইংরেজি), সংযুক্ত কর্মকর্তা (ইউনেস্কো), আমাই	সদস্য
৭. উপপরিচালক (প্রকাশনা), আমাই	সদস্য
৮. সংগীতা রুদ্র, সংযুক্ত কর্মকর্তা ও সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা), আমাই	সদস্য
৯. মোহাম্মদ আবু সাঈদ, উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর), আমাই	সদস্য-সচিব

প্রকাশনায় সার্বিক সহযোগিতা : মোঃ মামুনুর রশিদ, পাবলিকেশন অফিসার, আমাই

অঙ্গসজ্জা ও অলঙ্করণ : মোঃ শাহীনুর রহমান

মুদ্রণ : প্রিন্টেক, ঢাকা

এই স্মরণিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহে প্রতিফলিত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি লেখকবৃন্দের একান্তই নিজস্ব। এর জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট দায়ী নয়।

আবুল বরকত: শহিদ আবুল বরকতের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে। ১৯২৭ সালের ১৬ জুন তাঁর জন্মদিন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করে পূর্ববাংলায় চলে আসেন ১৯৪৮ সালে। এই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত বিএ অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। শহিদ বরকত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে এসেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই তিনি পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন। অত্যধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। বহু কষ্ট করে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে, পরে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

রফিকউদ্দিন আহমদ: শহিদ রফিকের জন্ম ১৯২৬ সালের ৩০ অক্টোবর, মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার পারিল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবদুল লতিফ, মা রাফিজা খাতুন। শহিদ রফিক বাবার প্রথম সন্তান। তাঁর পিতার প্রেস ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে অধ্যয়ন করতেন। শহিদ রফিকের বিবাহের দিন ধার্য হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই। কন্যার নাম পানুবিবি। ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে শোনা যায় ৩ জন ছাত্র মারা গেছে। শহিদ রফিকের ভগ্নীপতি মোবারক আলী খানের মাধ্যমে জানা যায় শহিদ রফিকের মাথায় গুলি লেগেছে। গুলির আঘাতে শহিদ রফিকের মগজ বেরিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বলেও শোনা যায়।

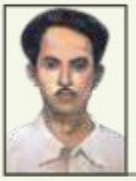

শফিউর রহমান: ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার কোন্নগর গ্রামে শহিদ শফিউর রহমানের জন্ম। ১৯৪৫ সালের ২৮ মে কলকাতার তমিজউদ্দিন আহমেদের কন্যা আকিলা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দেশবিভাগের পর পিতা মাহবুবুর রহমান ঢাকায় চলে আসেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শহিদ শফিউর রহমান ঢাকা হাইকোর্টে কেরানি পদে চাকরি করতেন। ২২ ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান সাইকেলে অফিসে যাওয়ার পথে নবাবপুর রোডে ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত মিছিলে পুলিশ গুলি করলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অতিকষ্টে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁকে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

আবদুল জব্বার: শহিদ আবদুল জব্বারের জীবন প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্র্যময়। আর্থিক কারণে পঞ্চম শ্রেণির বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি, তবে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল এবং এভাবেই জন্মভূমি গফরগাঁও ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে এসে এক সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি চলে যান বার্মায় (বর্তমান মায়ানমার)। প্রায় ১২ বছর বার্মায় কাটানোর পর দেশে ফিরে আসেন; বিয়ে করেন আমেনা খাতুনকে। পাকিস্তানের প্রতি তাঁর ছিল চরম বিতৃষ্ণা। তিনি পাকিস্তানকে 'ফাকিস্তান' বলে উপহাস করতেন। শহিদ জব্বার শাশুড়ির চিকিৎসা করাতে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের সমাবেশে হাজার হাজার বাঙালি অংশ নিলে তিনিও তাতে অংশ নেন। পুলিশ গুলি চালালে যাঁরা শহিদ হন, আবদুল জব্বার তাঁদের অন্যতম।

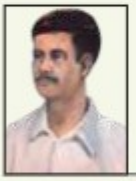

আবদুস সালাম: শহিদ আবদুস সালাম অর্থাভাবে বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারেননি। ফেনীর দাগনভূঁইঞা উপজেলার লক্ষণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম, ১৯২৫ সালে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। শহিদ আবদুস সালাম দাগনভূঁইঞা কামাল আতাতুর্ক হাইস্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। চাকরির সন্ধানে ঢাকায় এসে সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজে পিয়ন পদে চাকরি পান। ঢাকায় তিনি ৩৬/বি নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস করতেন। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্র-জনতা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শহিদ আবদুস সালাম তাতে অংশ নেন। বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লাশ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আবদুল আউয়াল: শহিদ আবদুল আউয়াল পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শহিদ হন ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যখন ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল, তখন আবদুল আউয়াল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। পিতা মোহাম্মদ হাশিম। সে সময় শহিদ আউয়ালের ঢাকার ঠিকানা ছিলো ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড।

অহিউল্লাহ: শহিদ অহিউল্লাহ ছিলেন ৮/৯ বছরের বালক। তাঁর পিতা হাবিবুর রহমান, পেশায় রাজমিস্ত্রী। ১৩৬২ সনের ১১ই ফাল্গুন সাপ্তাহিক নতুন দিন পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে অহিউল্লাহ মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। পুলিশ দ্রুত তাঁর লাশ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেয় এবং গায়েব করে দেয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৮ ফাল্গুন ১৪২৮
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাণী

২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আমি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবীতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার। ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের একটি অন্যতম গৌরবময় অর্জন। আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এ দিবসটি উদযাপন একটি অনন্য উদ্যোগ।

কালের আবর্তে পৃথিবীতে অনেক ভাষাই আজ বিপন্ন। একটা ভাষার বিলুপ্তি মানে একটা সংস্কৃতির বিলোপ, জাতিসত্তার বিলোপ, সভ্যতার অপমৃত্যু। তাই মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশসহ সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হতে হবে। বিশ্বের বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ২০০১ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। এর মধ্যে অনেকগুলো ভাষার সুনির্দিষ্ট লিখিত রূপ নেই। এসকল ভাষার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে যে বাংলা ভাষার জন্য আমরা জীবন দিয়েছি তার উন্নয়নে সর্বস্তরে শুদ্ধ বাংলার প্রচলনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা। তাই উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে বর্তমান প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত বিভিন্ন ভাষার উপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। নিজ ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব – মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ ফাল্গুন ১৪২৮
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাণী

আমি মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি। বাংলাদেশের সঙ্গে ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকেই এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করে আসছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- 'প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বহুভাষায় জ্ঞানার্জন: সংকট এবং সম্ভাবনা'- যা আমার বিবেচনায় অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কারণ, আওয়ামী লীগ সরকার ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে।

বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ভাষা-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের এ দিনে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা'র মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমানসহ আরও অনেকে। আমি বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা-শহিদগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সেই সঙ্গে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষাসৈনিকদের, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের বিনিময়ে আমাদের মা, মাটি ও মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ বাঙালির গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যুগে যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বার বার কারাবরণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকায় এ খবর পৌঁছা মাত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনের সামনে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে। এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শেখ মুজিব তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার বীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেয়, পূর্ব বাংলার জনগণকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে হবে। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও অন্যান্য দলের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ মার্চের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শেখ মুজিবসহ অনেক ভাষাসৈনিক সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৫ মার্চ মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১৬ই মার্চ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পুনরায় ছাত্ররা প্রাদেশিক পরিষদ ভবন ঘেরাও করে, সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জে অনেকেই আহত হন। জিন্নাহ ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উর্দুর পক্ষে বক্তব্য রাখে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দিলে ছাত্ররা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে।

ভাষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপদান করতে শেখ মুজিব দেশব্যাপী সফরসূচি তৈরী করে ব্যাপক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন এবং সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবার গ্রেফতার হয়ে জুলাই মাসে মুক্তি পান। এরপর তিনি ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার হলে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। শেখ মুজিব ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ থেকেও ভাষাসৈনিক ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং আন্দোলনকে বেগবান করতে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তিনজন দূত মারফত খবর পাঠান, ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল ঢাকতে হবে এবং মিছিল করে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাস্থল ঘেরাও করতে হবে। ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিল শেষে এই ঘোষণা জানিয়ে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব আমরণ অনশন ঘোষণা করলে ১৬ ফেব্রুয়ারি কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত ছিল। শেখ মুজিবের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী ঐদিন সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মুসলীম লীগ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি এবং সকল প্রকার সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে এবং সেখানে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে কতগুলো তাজা প্রাণ নিমেষেই ঝরে যায়, অনেকে আহত হন, অনেকে গ্রেফতার হন। প্রাদেশিক পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। নিরুপায় হয়ে সরকার সেনাবাহিনী তলব করে, কার্ফু জারি করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে বাংলা ভাষার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। আওয়ামী লীগ সদস্যগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এরই মধ্যে ৩০ মে পাকিস্তানের গভর্নর ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দেয়। শেখ মুজিবসহ সকল নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়, প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারি-কে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং এই দিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। সেই সরকারই শহিদ মিনার তৈরি, বাংলা একাডেমি থেকে সাহিত্য-বিজ্ঞানের বই প্রকাশ এবং বাংলা টাইপ-রাইটার উদ্ভাবনের জন্য প্রথম প্রকল্প গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির ফলে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো আর পূরণ হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেন। বাংলায় জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কানাডা প্রবাসী রফিক এবং ছালাম নামে দু'জন বাংলাদেশী কয়েকজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য মিলে 'মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটি' গঠন করে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব প্রেরণ করে। জাতিসংঘ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে প্রেরণ করার পরামর্শ দেয়। আমরা দ্রুত মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর ইউনেস্কোকে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি পুনরায় প্রেরণ করি। ফলে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। বিশ্বব্যাপী ভাষা সংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। নৃ-গোষ্ঠীদের ভাষা ও বর্ণমালাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার জন্য ২০১৭ সাল থেকে তাঁদের ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করেছি। এবছর তাঁদের নিজস্ব ভাষায় প্রায় ৩৩ হাজার বই বিতরণ করেছি। আমরা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

ভাষা আন্দোলনে বাঙালি কৃতি সন্তানদের চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শকে ধারণ করে গত ১৩ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক খাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি। বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল-এ পরিণত করেছি। সম্প্রতি আমরা এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছি। আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছি এবং মুজিববর্ষ উদযাপন করছি। রূপকল্প-২০৪১ অর্জনকে সামনে রেখে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অচিরেই আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল 'সোনার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় শহিদ হয়েছেন সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর-সহ অনেকে। মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার সংরক্ষণের এ দৃষ্টান্ত অনেক বেশি তাৎপর্যময় এবং এর ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী। বিশ্বের সকল মাতৃভাষাভাষী বাঙালির এ দৃষ্টান্তে এখন অনুপ্রাণিত এবং নিজেদের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও সে-ভাষার বিকাশে প্রেরণাদীপ্ত। অনেক ভাষাভাষীই নিজস্ব উদ্যোগে তাদের মায়ের ভাষা সংরক্ষণসহ মাতৃভাষার চর্চা ও ব্যবহারে নিয়োজিত হয়েছেন। এ ইতিহাস সৃষ্টির মহানায়ক আমাদের জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা-আন্দোলনের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতাসহ তাঁর সকল সহযোদ্ধাকে এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি আমার গভীর শ্রদ্ধা।

মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ ও সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণে কানাডা-প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম এবং তাঁদের সহযোগীদের প্রচেষ্টাও স্মরণীয়। তাঁরা অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার জন্য ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু সে-প্রস্তাব বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। রফিকুল ইসলাম অতঃপর ইউনেস্কো-র সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারেন যে, এ প্রস্তাব ব্যক্তি উদ্যোগে নয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে আসাই বাঞ্ছনীয়। তিনি অতঃপর যোগাযোগ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে। বিষয়টি তৎকালীন সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁরই নির্দেশনা ও সক্রিয় উদ্যোগে ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ বাঙালির একুশে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়। অতঃপর পল্টনের জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, মাতৃভাষা চর্চার লক্ষ্যে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব কফি এ আনানের উপস্থিতিতে সেগুনবাগিচায় প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠান এখন ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে। তিনিই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁরই উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, অচিরেই এ প্রতিষ্ঠান ভাষাগবেষণা ও ভাষাচর্চার অন্যতম অভিকেন্দ্রে (epicenter) পরিণত হবে। উল্লেখ্য, ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' সম্পাদিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এনসিটিবি-র উদ্যোগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের পাঠদানের লক্ষ্যে তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যবই রচিত হয়েছে এবং এ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ ও ভাষাগবেষণা কেন্দ্র হিসেবে ভাষা-অনুরাগী পাঠক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে।

বৈশ্বিক মহামারীর এসময়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা আন্তর্জাতিক পরিসরে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনুক- এই কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. দীপু মনি, এম.পি.

بسم الله الرحمن الرحيم

MINISTER

Ministry of Foreign Affairs
Government of the People's
Republic of Bangladesh

Message

I am pleased to know that International Mother Language Institute is publishing a souvenir on the occasion of the International Mother Language Day 2022.

On this solemn occasion, I remember with sincere reverence all language martyrs including Rafiq, Salam, Barkat, Jabbar and Shafiur who sacrificed their precious lives to achieve the right of our mother tongue Bangla on 21st February 1952.

On this historic day, I recall with utmost veneration the greatest Bengali of all times, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman under whose mesmerizing leadership, through a methodical struggle for self-autonomy from 1952 to 1971, we achieved a sovereign Bangladesh based on the sweetest language, rich culture and distinct heritage. After the independence of Bangladesh, Bangabandhu established Bangla as our state language in 1972 and then, for the first time, he delivered his speech in Bangla at the 29th session of the General Assembly of the United Nations on 25th September 1974 and presented the essence of Bangla to the world in a new light. On this day, I convey my warmest wishes to all Bangla speaking people around the world and people from diverse linguistic and cultural backgrounds.

Following the path of Bangabandhu, his able daughter Prime Minister Sheikh Hasina is resolute to build a knowledge-based and prosperous Bangladesh. As a result of various pragmatic initiatives taken by the present government, our country has been transformed into an economic miracle with a sustained and enviable growth for last 12 years. The present government continues to make rapid and significant progress in economic and social development which has helped to increase the living standard of the general people. The government has been working relentlessly to turn Bangladesh into a developed country by the year 2041. Bangladesh is a "development miracle" in terms of sustainable GDP growth rate and socio-economic parameters achieved under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.

I am also happy to learn that the UN General Assembly has proclaimed the period between 2022 and 2032 as the International Decade of Indigenous Languages. This will go a long way to raise global attention on the critical risks confronted by indigenous languages.

With the inspiration of 'Immortal Ekushey' we will engage ourselves to transform Bangladesh into a technology based developed and iconic country- let it be our pledge on this historic day.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu,
May Bangladesh Live Forever.

Dr. A K Abdul Momen, MP

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষা ব্যবহারকারী জনগণের গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। এটি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সুপরিচিত। মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি ভূখণ্ডের দুটি ভিন্ন ভাষার জাতিসত্তাকে মিলিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম থেকেই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে সূচিত হয়েছিল আন্দোলনের। আর এই ভাষা আন্দোলনকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মনে করা হয়। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত বিশাল, বলা যেতে পারে এটি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই বিশাল প্রেক্ষাপটে ততোধিক বিশালত্ব নিয়ে বিরাজিত একটি নাম - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ – একটি অন্যটির সঙ্গে এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে একটিকে ছেড়ে অন্যটি কল্পনায় আসে না। পাকিস্তানী শাসকেরা চেয়েছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। এর প্রতিবাদে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশের ছাত্রসমাজ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল বের করে। পাকিস্তান সরকারের পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে শহিদ হন রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ অনেকে। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পায়। ভাষা শহিদেরা আমাদের গর্ব। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের জাতিসত্তা পর্বতের মতো সুদৃঢ় হয়েছে।

জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে ভাষা সংগ্রামের এ বিরল ইতিহাসকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে এখন যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে এ দিবসটি বিশ্বের সকল মানুষের জন্য একটি অনন্য সাধারণ দিন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভাষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য ঢাকায় স্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বর্তমানে এ ইনস্টিটিউট ইউনেস্কোর ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সেই সক্ষমতা আছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লক চেইন, আইওটি, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবটিকস, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের মত ক্ষেত্রগুলোতে জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে নেতৃত্ব দিতে সবাইকে এক সাথে উদ্ভাবনের পথে একযোগে কাজ করতে হবে, তাহলেই আমরা এগিয়ে যাব। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মধ্যে SDG-4 অনুযায়ী সবার জন্য শিক্ষা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত মান ও সমতা প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব যখন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং একইসঙ্গে বহুভাষিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। বর্তমান সরকার মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা প্রবর্তনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিশ্বে সকল ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচি সফল ও সুন্দর হোক – এই কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম. পি.

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২-এ পৃথিবীর সকল ভাষার জনগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমাদের ভাষা আন্দোলনের সকল শহিদদের।

আমরা সেই বীরের জাতি যারা ভাষার অধিকারের দাবিতে আত্মত্যাগ করেছি যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে মাতৃভাষার জন্য আমাদের আত্মত্যাগের বিরল ঘটনাকে সম্মান জানিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে যা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হয়।

২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ইনস্টিটিউটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভাষা বিষয়ক গবেষণা, বিলুপ্তপ্রায় ভাষার পুনরুদ্ধার, মাতৃভাষার প্রচার প্রসার ও বহুল নির্ভুল ব্যবহার, মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও প্রমিতায়নসহ মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষাকার্যক্রম প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ সাল থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক' এবং 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক' প্রদান শুরু হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনার ভয়াবহ মহামারিকালে সীমিত পরিসরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত সকল আয়োজনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাঙালির মননে অনন্য মহিমায় ভাস্বর চিরস্মরণীয় একুশে ফেব্রুয়ারি। ইতিহাসের পাতায় রক্ত পলাশ হয়ে ফোটা সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর-এর রক্তে রাঙানো অমর ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী মহান ব্যক্তিত্ব। উপেক্ষিত বাঙালি তাঁর নেতৃত্বে ইস্পাতকঠিন ঐক্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং লাভ করেছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম মানচিত্র ও গৌরবদীপ্ত পতাকা। মহান এ স্থপতির জন্মশতবার্ষিকী এবং শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ, ভাষা শহিদ এবং দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী সকল মহান শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার যে স্ফুরণ ঘটেছিল তাই পরবর্তীতে বাঙালীর জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রেরণা জোগায়। ভাষার অধিকারের পক্ষে লড়াইয়ের পাশাপাশি ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব ও শাসন শোষণের বিরুদ্ধে একুশ ছিল বাঙালীর প্রথম প্রতিরোধ। ২১ ফেব্রুয়ারির এই গৌরবগাঁথা বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ সারা বিশ্বের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয় এবং নিজ-নিজ মাতৃভাষার প্রতি সম্মান জানানোর বিশেষ অনুপ্রেরণা হয়ে আসে।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এ অনন্য স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটের বিনির্মাতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। যার সময়োচিত পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য হলো-সকল মাতৃভাষাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ, যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া এবং বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। কোনো ভাষার ওপর প্রভুত্ব আরোপের অপচেষ্টা না করা। ছোট বড় সকল ভাষার প্রতি সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করা। বিশ্বের সকল জাতির মাতৃভাষার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও গবেষণার লক্ষ্য নিয়ে ২০০১ সালের ১৫ মার্চ ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট যা এখন পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় মাতৃভাষা গবেষণার অন্যতম অভিকেন্দ্র।

একুশের চেতনাকে ধারণ করে এ ইনস্টিটিউটের হাত ধরে পৃথিবীর সকল ভাষার মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, বিলুপ্ত ভাষাগুলির পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান

Director-General

UNESCO

Message

on the occasion of International Mother Language Day (IMLD)
21 February 2022

When he expresses his desire to reacquaint himself with his language, Hamet. the boy created by the writer Diadié Dembélé, is expressing a universal and fundamental need.

Indeed, every language has a certain rhythm, a certain way of approaching things, of thinking about them. Learning or forgetting a language is thus not merely about acquiring or losing a means of communication. It is about seeing an entire world either appear or fade away.

From the very first day of school, many schoolchildren have the ambivalent experience of discovering one language - and the world of ideas which comes with it - and forgetting another one: the language they have known since infancy. Worldwide, four out of ten students do not have access to education in the language they speak or understand best; as a result, the foundation for their learning is more fragile.

This distancing from the mother tongue affects us all, for linguistic diversity is a common good. And the protection of linguistic diversity is a duty.

Technology can provide new tools for protecting linguistic diversity. Such tools, for example, facilitating their spread and analysis, allow us to record and preserve languages which sometimes exist only in oral form. Put simply, they make local dialects a shared heritage.

However, because the Internet poses a risk of linguistic uniformization, we must also be aware that technological progress will serve plurilingualism only as long as we make the effort to ensure that it does. The designing of digital tools in several languages, the supporting of media development, and the supporting of access to connectivity: all this needs to be done so that people can discover different languages without giving up their respective mother tongues.

The International Decade of Indigenous Languages, which began this year, should, by channelling the efforts of researchers, broadcasters and speakers, give new momentum to the protection of these invaluable repositories of know-how and worldviews. As the lead agency for Decade-related work, UNESCO is fully committed to this cause.

On this international day, I thus call on everyone able to do so to defend linguistic and cultural diversity, which makes up the universal grammar of our shared humanity.

Ms Audrey Azoulay

মহাপরিচালক
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

বাণী

সবাইকে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা সকলেই জানি যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা আর নিবিড় সংযুক্তির ফলেই IMLI'র জন্ম ও সঞ্চালন। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি UNESCO'র দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়েছে। সেটাও সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ, নির্দেশনা এবং সুনির্দিষ্ট যোগাযোগের কারণে। এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেই ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিষয়ে সারা বিশ্ব জ্ঞাত হচ্ছে। তাই এই প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু, সফল সঞ্চালনের লক্ষ্যে সকলকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে।

যেহেতু IMLI এখন UNESCO'র প্রতিষ্ঠান সারিতে অন্তর্ভুক্ত তাই এর অঙ্গীকার, মান-মর্যাদা ইত্যাদির প্রতি আমাদের আরো বেশী মনোযোগী হতে হবে। যেহেতু এটা এখন বিশ্ব প্রতিষ্ঠান সেহেতু আমাদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মাতৃভাষা প্রসঙ্গে বিশ্ববাসীর অধিকারবোধ ও চেতনার স্ফুটনের লক্ষ্যে IMLI'র সঠিক সঞ্চালন প্রক্রিয়া নির্ণয় করা জরুরি। জানামতে UNESCO এ বিষয়ে এজেন্ডা বা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছে। পাশাপাশি আমাদেরকে বিশ্ব মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পরিপালন ও সঞ্চালনের বিষয়ে উদারতা ও আন্তরিকতার সাথে কর্মদ্যোগী হতে হবে। বাংলাদেশ সরকার ও UNESCO'র যুক্ত সংযোগে IMLI একদিন পূর্ণ বিকশিত হবে এবং সেভাবেই এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মাতৃভাষাসমূহ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

এই স্মরণিকায় যাঁরা লিখেছেন, যাঁরা প্রকাশনার কাজটা সম্পন্ন করতে বিভিন্ন পর্যায়ে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আসুন, সকলে মিলে IMLI-কে একটি জাতীয় গৌরবের প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই।

মোঃ বেলায়েত হোসেন তালুকদার

Head of Office and
UNESCO Representative to
Bangladesh

Message

In 2022, the world is celebrating the **23rd edition of International Mother Language Day** (21 February, IMLD) since its proclamation by UNESCO in 1999. The IMLD 2022 theme **"Using technology for multilingual learning: Challenges and opportunities"** will discuss the potential role of technology to advance multilingual education and support the development of quality teaching and learning for all.

Technology has the potential to address some of the persistent challenges in education today. During COVID-19-resulted school closures, many countries around the world including Bangladesh have employed technology-based solutions to maintain learning continuity. Since July 2021, Bangladesh has embarked on a Blended Education initiative for building a sustainable and resilient education system in light of the challenges and opportunities brought by COVID-19.

UNESCO has provided technical assistance for the Blended Education initiative and continued support for the radio-based learning programme 'Ghore Boshe Shikhi' reaching 6.1 million learners (Girls 52.5%) in rural and remote areas. Moving forward, UNESCO will support the development of more quality teaching and learning materials in Bangla and ethnic minority languages for blended learning and train more teachers for using technologies to deliver mother-tongue-based multilingual education to uphold the right to education.

This year's observance of IMLD also contributes to the United Nations International Decade of Indigenous Languages (2022-2032), for which UNESCO is the lead agency, placing multilingualism at the heart of indigenous peoples' development. Last November UNESCO unveiled a flagship initiative - the World Atlas of Languages (WAL) - to preserve, revitalize and promote global linguistic diversity and multilingualism as a unique heritage and treasure of humanity. UNESCO welcomes the decision of the Government of Bangladesh to send indigenous languages data to the WAL and stands ready to provide technical assistance for the successful submission of data.

UNESCO is thankful to the International Mother Language Institute, the Ministry of Education and Bangladesh National Commission for UNESCO for celebrating IMLD 2022 at home and abroad with a series of interconnected online and hybrid events, including an opening ceremony presenting the song "Amar Ekushe Song - Amar Bhai er Rokte Rangano Ekushe February", an international seminar, a national seminar and an online children's art competition as well as development of seminar papers around the theme of the IMLD 2022.

Beatrice Kaldun

Beatrice Kaldun

السلام
hacaña
Dutifafa
ukuthula
alafia
PAX
평화
PACE
平和
filemū
hòa bình
PEACE
ειρήνη
vrede
pace
fandriampahalemana
barış
qasi kay
PAZ
Бейбітшілік
RÁFI
Mboutu
PAIX
мир
Энх тайван
frieden
PAU
amani
perdamaian
امن
siochain
शांति
fred
tügkülen
শান্তি
和平
שלום
สันติภาพ
MALUHIA

সূচি

বাণী ৭

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ ৩৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্মবাণী ৪০
যতীন সরকার

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর ভাষাচিন্তা ৪৫
কামাল চৌধুরী

বাঙালির স্মৃতি-সত্তায় অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ৫১
মোনায়েম সরকার

নারীর ভূমিকা : ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ৫৬
সেলিনা হোসেন

বিপন্ন ভাষার প্রামাণিকীকরণ : নৈতিকতা প্রসঙ্গ ৬১
কৃষ্ণা ভট্টাচার্য

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তা ৬৯
ড. আতিউর রহমান

বাংলা ভাষার ব্যবহার ও মর্যাদা ৭৫
অধ্যাপক ড. মোহীত উল আলম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস : ৮১
বিশ্বের বিপন্নপ্রায় মাতৃভাষাসমূহের উজ্জীবনে নতুন আশার আলো
এ কে শেরাম

একুশের চেতনা ও মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ৮৫
রণজিত সিংহ

বাংলাদেশে প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার: পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা ৯৫
অধ্যাপক ড. ফিরোজা ইয়াসমীন

ইউনেস্কো ঘোষিত ইন্ডিজেনাস ভাষা দশক ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষা ১০১
মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা

ভাষার মর্যাদা রক্ষা : অনন্য বাঙালি জাতি ১০৮
মোহাম্মদ আবু সাঈদ

ইউনেস্কোর আদিবাসী ভাষা দশকে বিপন্ন পাত্র সংস্কৃতি ১১৬
ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

চলমান...

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা : বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ১২৬
হোসনে আরা

অমর একুশে : জ্ঞান, শান্তি ও সম্প্রীতির আলো ১৪৩
বাঁধন আরেং

Language Endangerment and Revitalization in Chhattishgarh, India ১৫১
Dr. Mahendra Kumar Mishra

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২১-এ শিশুদের আঁকা কয়েকটি ছবি ১৬২

প্রবন্ধমালা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

[জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করেন। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব ফোরামে বাংলা ভাষা শুনতে পারে, জানতে পারে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জাতির জন্য আছে এক স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ, যার নাম বাংলাদেশ। বাংলা ভাষার নামে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাত কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা লাভের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তারও পূর্বে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির আন্দোলনে। সেই তিনিই জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলাভাষাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছেন। এই ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম। সে-বিবেচনা থেকেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর একুশের স্মরণিকায় মুজিব জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ভাষণটি প্রকাশিত হলো।]

জনাব সভাপতি

আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়িয়ে আপনাদের সাথে আমি এইজন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করে বাঙালি জাতির জন্য এটা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদাসহ বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করেছেন, তারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যসহ বাস করবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের এই অঙ্গীকারের সঙ্গে শহিদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হবে। এটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্মবাণী

যতীন সরকার*

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলাম যে-দিনটিতে, আমাদের সেই পরম গৌরবের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে বিশ্বস্বীকৃতি লাভের ফলে আমরা অবশ্যই আরো অনেক বেশি গৌরবান্বিত হয়েছি। খ্রিস্টীয় ২০০০ সাল থেকেই একুশে ফেব্রুয়ারি সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এতে বাঙালিরা তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মানুষও নিজ-নিজ মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিদের ভেতর তো সেই ২০০০ সালেই উচ্ছ্বাসের বান ডেকে গিয়েছিল। ওই বছরেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঙালিরা হিন্দির দাপট থেকে তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষায় বিশেষ সচেতন ও কৃতসংকল্প হয়ে উঠলেন, অবিলম্বে রাজ্যের সকল কাজকর্ম বাংলায় সম্পাদনের আন্দোলনে যোগ দেয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সে-বছরই রাজ্য সরকারের কাজকর্ম বাংলায় সম্পাদনের ঘোষণা দিলেন। শুনেছি, ত্রিপুরা রাজ্যেও সে-রকম ব্যবস্থাই গৃহীত হয়েছে।

এ-সব খবরে, স্বাভাবিকভাবেই, আমরা গৌরববোধে পরিতৃপ্ত হচ্ছি। কিন্তু এ-রকম পরিতৃপ্তির বৃত্তবন্দী হয়ে থাকা মোটেই সঙ্গত নয়। পরিতৃপ্তির বদলে বরং দায়িত্ব সচেতন হয়ে ওঠাই বিশেষরূপে কাঙ্ক্ষিত। সবার আগে সেই সচেতনতার জাগরণ ঘটতে হবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। কিন্তু সে-প্রজন্মের ভেতর সে-রকম জাগরণ ঘটেছে কি? আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি কীভাবে কাদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় উন্নীত হলো– এখনকার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কতজন সে-সম্পর্কে অবহিত?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষণ করতে গিয়ে আমি খুবই হতাশ হয়েছি। খুব অল্প সংখ্যক তরুণকেই আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে অবহিত হতে দেখেছি। যাঁদের সক্রিয় উদ্যোগে আমাদের জাতীয় দিবসটি আন্তর্জাতিক দিবসে পরিণত হলো তাঁদের নাম জানে এমন একজন তরুণ বা তরুণীকেও আমার পরিচিত পরিমণ্ডলে খুঁজে পাইনি।

এ-কারণেই, প্রতিবছর একুশে উপলক্ষ্যে পত্র-পত্রিকায় যেসব ক্রোড়পত্র ছাপা হয় কিংবা একুশকে নিয়ে যেসব সংকলন বের হয়, সেগুলোতে ভাষা-আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কীয় তথ্যাবলিও সংযোজিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

*বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর ভাষাচিন্তা

কামাল চৌধুরী*

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে বাঙালির রক্তাক্ত আত্মত্যাগের মহিমা সারা বিশ্বে স্বীকৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘটেছে পৃথিবীর ভাষা বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বহুভাষিকতার (Multilingualism) বিকাশে বৈশ্বিক অঙ্গীকারেরও প্রতিফলন। পৃথিবীতে জীবিত ভাষার সংখ্যা নিয়ে মতান্তর থাকলেও ধারণা করা হয় যে, প্রায় ৭০০০ ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে পৃথিবীতে– যদিও সকল ভাষার লিখিতরূপ নেই। এর মধ্যে ৯০% ভাষায় ১ লক্ষেরও কম মানুষ কথা বলে। ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ২০৫০ সালের মধ্যে এসব কথ্য ভাষার মধ্যে প্রায় ৯০% ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিছু ভাষার কথ্যরূপ টিকে থাকলেও প্রভাবশালী ভাষার কারণে বর্ণমালা বা লিপি পরিবর্তিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিলুপ্ত ভাষার পুনরুদ্ধার কিংবা বিপন্ন ভাষার সংরক্ষণের গুরুত্বও অপরিসীম। এ লক্ষ্যে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা আজ ইউনেস্কোর ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে তালিকাভুক্ত।

২.

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াই ছিল বাঙালির ভাষা আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। অন্যদিকে এই আন্দোলন ছিল সকল ভাষার মর্যাদা রক্ষারও অভিব্যক্তি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন– জেল খেটেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর অবিস্মরণীয় নেতৃত্বে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার ভিত্তি ছিল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা Linguistic Nationalism। বঙ্গবন্ধুর জীবন-পাঠ কিংবা তাঁর সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ পরিক্রমার সকল ক্ষেত্রেই তিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন যা আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যে ও লেখায়। পাশাপাশি আমরা দেখি যে, সকল ভাষার প্রতিও তিনি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন অন্য ভাষাকে খাটো করে নয় বরং স্বভাষার যথাযথ চর্চা ও বিকাশের মাধ্যমেই ভাষা ও সংস্কৃতির বহুত্ব ও বৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্ভব।

*লেখক, কবি ও প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

বাঙালির স্মৃতি-সত্তায় অমর একুশে ফেব্রুয়ারি

মোনায়েম সরকার*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে দীর্ঘদিনের লড়াই-সংগ্রাম-জেল-জুলুম সহ্য করে ধীরে ধীরে তিনি পূর্ববাংলার জনগণকে সংগঠিত করে চূড়ান্ত বিজয়ে উপনীত হন। বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালি বঙ্গবন্ধুর আপসহীন নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন করে বিশ্বের বুকে অনন্য নজির স্থাপন করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধু কলকাতা থেকে ঢাকা শহরে এসে রাজনীতি শুরু করেন। পূর্ববাংলার সূর্যসন্তান শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন পাকিস্তানের কাছে এমন একটি সমাজ কাঠামো প্রত্যাশা করেছিলেন যেখানে কোনো শোষণ-বঞ্চনা থাকবে না, একজন মানুষ কোনো কারণে আরেকজন মানুষকে জুলুম-নিপীড়ন করবে না, কিন্তু সদ্যস্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগণ পূর্ববাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) জনগণের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করেন। আহমদ রফিক যথার্থই বলেছেন:

> রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম সরব প্রকাশ। পুরোনো সম্প্রদায়ভিত্তিক অনুভব থেকে এর উদ্ভব হলেও, এই অনুভবের মধ্যদিয়ে ক্রমে ক্রমে বাঙালি মুসলমানদের অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে।[১]

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের শাসকগণ 'রাষ্ট্রভাষা' বিতর্ক উস্কে দিয়ে বাংলা ভাষাকে বাংলার মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা করে। ১৯৪৮ সালেই বাংলা ভাষাকে মর্যাদাসীন করার জন্য গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমির এক সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন:

> '১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা প্রস্তাব করলে কোনো মুসলমান গণপরিষদ সদস্য তার প্রতিবাদ জানাননি। এর প্রতিবাদ করেছিলেন একজন হিন্দু, তিনি কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এর সাথে ছিল ছাত্রদের প্রতিবাদ।'[২]

১৯৪৮ সালে যখন বাংলাকে হটিয়ে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয় শেখ মুজিব তখন আটাশ বছরের টগবগে যুবক। সদ্য কলকাতা থেকে ঢাকায় আসা শেখ মুজিব

*রাজনীতিবিদ, লেখক, কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক, গীতিকার ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ

নারীর ভূমিকা : ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সেলিনা হোসেন*

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। রক্ষণশীল রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে এ রাষ্ট্রে নারীর সর্বত্র অভিগম্যতা সহজ বিষয় ছিল না। তারপরও ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সূচিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারী ধর্মের ধুয়া তুলে নিষ্ক্রিয় থাকেনি। সভায়-মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। এমনকি স্কুলের ছাত্রীরাও মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার। তাঁরা কাজটি করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সচেতনতা বোধ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রওশন আরা বাচ্চু তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'আমরা সেই সময়ে ঘরে ঘরে গিয়েছি। বেশির ভাগ নারী তো চাকরিজীবী ছিলেন না। তারা তাদের একটি গয়না দিয়েছেন, কিংবা যিনি পেরেছেন তিনি টাকা দিয়েছেন। আমরা তাদের মাতৃভাষার মর্যাদার কথা বোঝাতাম। আমাদের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা কেন জরুরি সে কথা বলতাম। এভাবে আমরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানের পক্ষে সচেতনতা গড়ে তুলেছিলাম। মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, এটিও ছিল তার অন্যতম কারণ।' তিনি আরও বলেছেন, 'পরিবারের বাধার কারণে মেয়েরা অনেক সময় বোরকা পরে মিছিলে আসত। একবার বাংলাবাজার স্কুলের এক ছাত্রীকে মা মিছিলে আসতে দেবে না বলে চুল কেটে দিয়েছিল। মেয়েটি মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে মিছিলে এসেছিল। এভাবে মেয়েরা সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছে।' রওশন আরা বাচ্চুর স্মৃতিচারণায় দুটি বড় জিনিস উঠে আসে। একটি নারীদের গায়ের গয়না খুলে দেয়ার বিষয়। অন্যটি পরিবারের বাধা উপেক্ষা করে মিছিলে অংশগ্রহণ। নারীরা প্রথমটায় নেপথ্য কর্মী—অর্থ দিয়ে আন্দোলন পরিচালনার কাজটি করেছে। আন্দোলনের ধারাটি বেগবান রাখার জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয়টি ছিল সরাসরি অংশগ্রহণ। ছেলেদের ক্ষেত্রে পারিবারিক বাধা কম থাকে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার কাজটি ছেলেদের জন্য বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা নয়। তারপরও মেয়েদের অবস্থান ছিল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও। কারণ, মেয়েদের বেড়ি ভেঙে এগোতে হয়েছিল। এই কঠিন কাজটি মেয়েরা করেছিল সাংস্কৃতিক

*বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও সভাপতি, বাংলা একাডেমি

বিপন্ন ভাষার প্রামাণিকীকরণ : নৈতিকতা প্রসঙ্গ

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য*

"... Essential is ethical use of data: not just for developed-world 'science', but for underdeveloped-world LM: to maintain whatever the communities want – even if that is not what we might think they should want .." (Bradley & Bradley, 352)

সারসংক্ষেপ

ভাষাবিজ্ঞানে ক্ষেত্রসমীক্ষার সঙ্গে নৈতিকতার প্রশ্নটি যে জড়িত, সে বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেক পরে বিশেষভাবে সচেতন হলেও নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক দিন আগে থেকেই চর্চা হয়ে আসছে। বর্তমান প্রবন্ধে বিপন্ন ভাষার প্রামাণিকীকরণে নৈতিকতার ধারণাটি কীভাবে জড়িয়ে আছে সেটাই আলোচ্য। বিপন্ন ভাষা শক্তিশালী বা বড় ভাষার চাপে লুপ্ত হওয়ার পথে এগিয়ে গেলেও এ ভাষাগুলোর মধ্যে যে মানবজাতির ঐতিহ্য–মানবসভ্যতার সম্পদ রক্ষিত, সেকথা অনস্বীকার্য। তাই এই ভাষাগুলোর প্রামাণিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমীক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নৈতিকতার ধারণাটিও বিশেষভাবে আলোচনা করা জরুরি। ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতিগত তথ্য সংগ্রহ করা উচিত মূলত ভাষীদেরই জন্য এবং ভাষীদেরই প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। ক্ষেত্রসমীক্ষার উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে সমীক্ষার পদ্ধতি, সমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়, অর্থের জোগান, সংগৃহীত তথ্যের উপযোগিতা কী হবে, ভাষীদের চাহিদামত তাঁদের ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক তথ্যগত গোপনীয়তা রক্ষা হবে কীভাবে, ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল ভাষীদের কীভাবে সাহায্য করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো ভাষীদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। বিপন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের ভাষা-জাতিগত অধিকার, প্রয়োজন ও ইচ্ছাকে অস্বীকার করা, শুধু তাঁদের প্রতি নয়, গোটা মানবসভ্যতার প্রতিই বিশ্বাসভঙ্গতার নামান্তর।

মূল শব্দ
বিপন্ন ভাষা, প্রামাণিকীকরণ, ক্ষেত্রসমীক্ষা, তথ্যদাতা-সমীক্ষক সম্পর্ক, নৈতিকতা।

প্রস্তাবনা

আজকের পৃথিবীতে শক্তিশালী ভাষার চাপে দুর্বল ভাষাগুলোর অবলুপ্তি ও তার গুরুত্বের দিকে পণ্ডিতমহলের বিশেষ নজর পড়েছে। যে ভাষার ভাষীদের সংখ্যা তুলনায় কম,

*প্রাক্তন অধ্যাপিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তা

ড. আতিউর রহমান*

যে অঞ্চল নিয়ে আজকের বাংলাদেশ সেখানে ভাষা-বিতর্কের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তা সত্ত্বেও ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের প্রতীক হয়ে আছে বেশির ভাগ বাঙালির কাছে। তবে এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সময়টিকেই ঘিরে বলে বেশিরভাগ গবেষকদের লেখায় উঠে এসেছে। এই আন্দোলনকে নিছক বাংলা ভাষার মর্যাদার লড়াই মনে করলে সবটা বলা হবে না। এর শিকড় প্রোথিত ছিল ঐ সময়ের সমাজ ও অর্থনীতিতে। ১৯৪৮ সালের শুরু থেকেই এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ববাংলার উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন প্রতিনিধি হিসেবে নেতৃত্ব দিলেও তাঁর সাথে গভীর সংযোগ ছিল এদেশের কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত সহ সাধারণ মানুষের। তাই তো একুশে ফেব্রুয়ারির গণ-বিস্ফোরণের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি উচ্চারণ করেছিলেন[১]।

"১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার দাবিতে ছিলনা, সেটা ছিল আমাদের জীবন-মরণের লড়াই। আমরা মানুষের মতো বাঁচতে চাই। আমরা খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, আশ্রয় চাই, নাগরিক অধিকার চাই। আমরা কথা বলার অধিকার চাই, শোষণমুক্ত সমাজ চাই।" ('সিক্রেট ডকুমেন্টস', প্রতিবেদন নং ৪৭, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩)।

সেই বিচারে এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অন্বেষণ জরুরি। পাকিস্তানী রাষ্ট্রটি ছিল আমলা-মিলিটারি-ব্যবসায়ী ধনীক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণাধীন। অভিজন শ্রেণির প্রভাবে এই রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনচলাকে মসৃণ না করে বরং বৈষম্যের বীজ বপন করে চলছিল। বেশির ভাগ মানুষ তাই সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের ওপর ছিল ক্ষিপ্ত। আর এমন পরিপ্রেক্ষিতেই সূচিত হয় ভাষা আন্দোলন। তাই এই আন্দোলন মূলত ছাত্ররা শুরু করলেও এর ব্যাপ্তি ছিল পুরো সমাজ জুড়েই। যথার্থ বলা চলে এই আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি তার জাতিসত্তার পরিচয় খুঁজে পায়। তারা অনুভব করে বাঙালিরা একই ভাষাভাষী স্বতন্ত্র একটি জাতি। আগেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কৃষক-জনতার বিক্ষিপ্ত আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো জাতীয়-সামাজিক আদর্শ ভাষা আন্দোলনের আগে এমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। ঔপনিবেশিক আমলে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে অসম ভাবে।

*লেখক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

বাংলা ভাষার ব্যবহার ও মর্যাদা

অধ্যাপক ড. মোহীত উল আলম*

আমার এ লেখাটিতে একটি দ্বি-ভাঁজ চিন্তাকে অগ্রসর করিয়েছি। প্রথম ভাঁজটি হলো যে রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞায় ভাষা (বা মাতৃভাষা) একটি পরম বৈশিষ্ট্য হলেও, এটি রাষ্ট্রীয় বহু উপাদানের একটি। আর দ্বিতীয় ভাঁজটি হলো যে ঐ একই কারণে সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। সেই থেকে উঠে আসছে এ কথাটিও যে ভাষার ব্যবহারিক কলেবর একটি প্রশ্ন, আর ভাষার মর্যাদা আরেকটি ভিন্ন প্রশ্ন।

প্রথমে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সম্পর্কটা খুঁজে নিই। বঙ্গবন্ধু পাঠে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পাশাপাশি দৃঢ় রাজনৈতিক সম্পর্ক খুঁজে পাই। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সরাসরি দুটো উক্তির উল্লেখ করে আলোচনাটি শুরু করি। ১৯শে আগস্ট, ১৯৭৩-এ ঢাকায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "১৯৪৮-৪৭ [এভাবেই বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু] সালে আমরা কিছু কিছু সংগ্রাম শুরু করলাম। ৪৮ সালে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে ধারণা তা স্পষ্ট হয়ে গেল। ১৯৪৮ সালে তারা আমার ভাষা, আমার কৃষ্টির ওপর আঘাত করল। বাংলা ভাষাকে ভুলিয়ে আমাদের উর্দু শেখানোর চেষ্টা করল। জিন্নাহ্ সাহেবকে ঢাকায় আনা হলো। এই রেসকোর্স ময়দান যখন নাম ছিল এখানে বক্তৃতা করে জিন্নাহ্ সাহেব বলেছিলেন উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলা তখন বড় সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল। মাথা থাকত কিনা জানতাম না। প্রতিবাদ করেছিলাম আমি ওখানে দাঁড়িয়ে, প্রতিবাদ করেছিল বাংলার ছাত্রসমাজ সেই যুগে, প্রতিবাদ করেছিল বুদ্ধিজীবী সমাজ। জনগণ তখন বুঝতে পারে নাই, আমাদের ওপর হলো অত্যাচার। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ করে আমাদের আন্দোলন শুরু হয়। ৯ ঘটিকার সময় আমি গ্রেফতার হয়ে যাই, আমার সহযোগীরা গ্রেফতার হয়ে যায়।"

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে বঙ্গবন্ধুর '৪৮-এর ১১ই মার্চের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার কথা জানা যায়। কিন্তু এর আগের বছর তাঁর আরেকটি বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক চিন্তা বিস্তৃত করেছিলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে ঢাকায় জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন: "দেশবাসী ভাই ও বোনেরা আমার, আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথম শহিদ দিবস উদ্‌যাপন করতে

*শিক্ষাবিদ ও লেখক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস :
বিশ্বের বিপন্নপ্রায় মাতৃভাষাসমূহের উজ্জীবনে নতুন আশার আলো

এ কে শেরাম*

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত তিনটি অহঙ্কারের বিষয় হলো মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা। শুধু অহঙ্কার নয়, মানুষের প্রধান ভালোবাসাও এই তিনটি। আমরা অনেক কিছুই ভুলে যেতে পারি— বদলে ফেলতে পারি জীবনের অনেক বিষয়; কিন্তু মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা যেমন কখনোই বদলানো যায় না— তেমনি সম্ভব নয় ভুলে যাওয়াও। মানুষের প্রথম স্বজন হলো তার মা। দ্বিতীয় স্বজন তার মাতৃভূমি, যে তাকে মায়ের মতোই লালন করে, পালন করে মাতৃস্নেহে। মায়ের মুখের ভাষাই হলো তার মাতৃভাষা। মানুষের মা হলেন দু-জন— জন্মদাত্রী জননী আর দেশমাতৃকা। কখনো-কখনো মানুষের মাতৃভাষাও থাকে দুটি— জন্মদাত্রী জননীর ভাষা আর দেশমাতৃকার ভাষা। জন্মদাত্রী জননীর ভাষাই প্রতিটি মানুষের প্রথম মাতৃভাষা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর দেশমাতৃকার ভাষা হলো তার দ্বিতীয় মাতৃভাষা। মা এবং মাতৃভূমির পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই মাতৃভাষা; যাকে বলা যায় মানুষের 'জন্মদাগ', যে দাগ কখনো মুছে ফেলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে মা এবং মাতৃভূমিকে ছাপিয়ে মাতৃভাষাই প্রধান হয়ে ওঠে। কারণ, নশ্বর জীবনের নিয়মে মা একসময় আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন— জীবনের অনিবার্যতায় মাতৃভূমি থেকেও দূরে চলে যেতে পারি আমরা; কিন্তু মাতৃভাষা জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে থেকে যায় আজীবন। মাতৃভাষাই তখন বাঁচিয়ে রাখে মা এবং মাতৃভূমিকেও।

মানুষের ইতিহাস বলে, আদিতে মানুষের মুখে ভাষা ছিল না। তারপর দীর্ঘ সময়ের পথ পেরিয়ে নানা পর্যায় অতিক্রম করে মানুষ আবিষ্কার করেছে ভাষা। গুরুত্বপূর্ণ এই আবিষ্কার মানুষকে আজকের 'মানুষ' করে তুলেছে। আসলে এখন ভাষা ছাড়া মানুষকে কল্পনাই করা যায় না। ভাষাবিহীন মানুষের পৃথিবী যেন খণ্ড-খণ্ড বিক্ষিপ্ত অজস্র বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। প্রতিটি মানুষ সেখানে একে অপরের থেকে যোজন-যোজন দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা এক-একটি প্রাণহীন ল্যাম্পপোস্টের মতো। ভাষা, এক অনুপম সেতুবন্ধ হয়ে, সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোকে গ্রথিত করেছে একসূত্রে— প্রাণের অম্লান আলোয় গ্রন্থিবিহীন গ্রন্থিতে বেঁধেছে এক হৃদয়ের সঙ্গে আরেক হৃদয়কে। এই ভাষারই গতিময়তায় অবগাহন করে প্রবাহিত হয়েছে সাহিত্যের সৃজন-স্বপ্নের ধারা–সংস্কৃতির অন্তঃসলিলা প্রবাহ। মানুষ এভাবেই নিজেকে

*কবি ও গবেষক; সভাপতি, বাংলাদেশ মণিপুরি সাহিত্য সংসদ, সিলেট

একুশের চেতনা ও মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া সাহিত্যের পুনর্জাগরণ

রণজিত সিংহ*

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য জীবন বলিদান এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হওয়ায় বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশে পালিত হচ্ছে। একটি জাতির চেতনাকে সর্বক্ষেত্রে উজ্জীবিত করতে মাতৃভাষাই হচ্ছে সর্বোত্তম বাহন। একমাত্র মাতৃভাষাই পারে মানুষের আবেগ ও বিবেককে নাড়া দিতে, তারপর তা মস্তিষ্কে সহজে অনুরণিত হয়, অনুধাবিত হয়ে কর্মপ্রচেষ্টাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় তাড়িত করে। এটাই ভাষার শক্তি। ভাষার শক্তিকে অবনমিত করে মানুষকে শাসন করা যায়, মানুষের নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে দাস জাতিতে পরিণত করা হয়। তেমনি এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা চলছিল, পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষাভাষী জনগণকে দমন পীড়ন করে। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের দিনগুলোতে উত্তাল হয়ে পড়ছিল দেশজনতা-'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। উর্দুকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল জাতীয় পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে।

পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভাষা তো ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। এমনকি ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী সমাজের মানুষেরা যে দু-একটি সাময়িকী প্রকাশ করেছিল তাও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অধিকারহীন এক একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছিল। এই সব বঞ্চনা লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বৃহত্তর বাংলাভাষী জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে দেশের সকল আন্দোলন সংগ্রামে সমর্থন দিয়েছিল সচেতন নাগরিক, স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছাত্র-যুবা আন্দোলনে শরিক হয়েছিল। আর মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে জানা যায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘ তালিকা দেখে।

সামাজিক চেতনা ও ভাষা সাহিত্য ক্ষেত্রে বলতে হলে ব্রিটিশ আমলে ১৯২৫ সালে সিলেট শহর থেকে প্রথম সাময়িক পত্রিকা বের হয় 'জাগরণ' নামে। পত্রিকাটি মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ ভাষায় প্রকাশিত হয়। তিন বছর সুনামের সাথে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় এবং এরপর বন্ধ হয়ে যায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের দীর্ঘ ২৫ বছরে মণিপুরী সমাজে কোন পত্র-পত্রিকা বের হয়নি।

*অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক, গবেষক ও সভাপতি, মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

বাংলাদেশে প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার: পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা

অধ্যাপক ড. ফিরোজা ইয়াসমীন*

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম ও উত্থানে বাংলাভাষার ছিল বলিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা। বাংলাভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৫২ সালে বাংলাদেশের বাঙালিদের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা আর আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিজস্ব ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়ে পরিচিত হবার যে বাসনা জাগ্রত হয়েছিল তাই সফলতা লাভ করেছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। আর তাই তো বাংলাদেশের অস্তিত্বে, বাঙালি জাতির ভাবনা ও চেতনায় বাংলাভাষা অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই ছোট্ট শ্লোগান নিয়ে বাংলাভাষার মর্যাদা অর্জনের যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে বাংলাভাষা আংশিকভাবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে আর ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে বাংলাভাষা পূর্ণাঙ্গভাবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে; এটি বাংলার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করেছে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাভাষার পরিচয় ও ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য বাংলাভাষার পথচলা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ সরকার বাংলাভাষার মর্যাদা উন্নত করার লক্ষ্যে বিরতিহীনভাবে বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করে চলেছে। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ। রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষাকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইতিবাচক অঙ্গীকার ও পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাভাষার প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে বাংলাভাষা চর্চায় বাংলাদেশকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

বাংলাভাষার জন্ম ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে, এটি ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মত; ৬৫০ থেকে ১৯৭১ দীর্ঘ ১৩২১ বছরের ইতিহাস। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রাষ্ট্রীয়ভাবে

*ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনেস্কো ঘোষিত ইন্ডিজেনাস ভাষা দশক ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষা

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা*

[১]

২০২২ সাল থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত সময়কালকে আন্তর্জাতিক ইন্ডিজেনাস ভাষা দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে (Resolution A/RES/74/135) এই দশক ঘোষণা করা হয়, ইংরেজিতে International Decade of Indigenous Languages (IDIL 2022-2032)[১] নামে পরিচিত। ২০১৯ সালে ইন্ডিজেনাস ভাষাবর্ষ উদ্‌যাপনের পর এই ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। অনেক জাতিসত্তার ভাষার বিপন্নতার বিষয়ে বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণের লক্ষ্যে এবং এসব বিপন্ন ভাষাসমূহ সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে সংশ্লিষ্টদের মনোযোগ আকর্ষণ ও রিসোর্স মবিলাইজ করার জন্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

মানুষের জীবনের প্রতিটি পদেই ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা থাকলেও পারিপার্শ্বিক নানা বাস্তবতার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষা আজ বিলুপ্তির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিষয়টি বিশ্বনেতৃবৃন্দকে ভাবিয়ে তোলার কারণেই ২০১৯ সাল থেকে বিশ্বের এসব ভাষা পুনর্জাগরণ, সংরক্ষণ ও বিকাশের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। জাতিসংঘের মতে, পৃথিবীর মানুষ ৭,৬০০টি ভাষায় কথা বলে, এগুলোর মধ্যে ২,৬৮০টি ভাষাই বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা, যেগুলো হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।[২] এসব ঝুঁকিতে থাকা ভাষাগুলোর কথা ভেবেই ২০১৯ সালকে ইন্ডিজেনাস ভাষাবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ইউনেস্কোকে সারা বিশ্বে এই বর্ষ উদ্‌যাপন কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভাষাবর্ষ উদ্‌যাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষার গুরুত্ব ও ভাষাগুলোর বিলুপ্তি ঘটলে তার প্রভাব কিরূপ হতে পারে, সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর পুনরুজ্জীবন ঘটানো, সংরক্ষণ করা ও বিকাশ ঘটানো; এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে

*আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ ভূষিত লেখক, মুক্ত গবেষক ও উন্নয়নকর্মী

---

[১] Indigenous Languages Decade (https://en.unesco.org/idil2022-2032)

[২] https://www.dhakatribune.com/world/2019/02/03/un-shines-spotlight-on-dying-indigenous-languages

ভাষার মর্যাদা রক্ষা : অনন্য বাঙালি জাতি

মোহাম্মদ আবু সাঈদ*

বাঙালি ও বাংলাভাষী হিসেবে আমি গর্ব অনুভব করি। পৃথিবীর বুকে একমাত্র বাঙালি জাতিই নিজেদের মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন করেছে, দিয়েছে প্রাণ। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির মহান ভাষা আন্দোলনের বৈশ্বিক মূল্যায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। এতে বিশ্ব-দরবারে বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

বাংলাভাষা শুধুই বাংলাদেশ আর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ঝাড়খণ্ড রাজ্য, বিহার, আসামের কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় বিপুলসংখ্যক বাংলাভাষীর বসবাস রয়েছে। আসামের বরাক উপত্যকায় বাংলা অন্যতম প্রশাসনিক ভাষা, এছাড়াও ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও উত্তরাখণ্ডে ভূমিচ্যুত উদ্বাস্তু বাঙালি বাস করেন। এছাড়াও লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা শহরে প্রবাসী বাঙালিদের বসবাস রয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর একটি বাণী দিয়ে আজকের লেখার সূত্রপাত করছি। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : "মাতৃভাষার আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই"। জাতির পিতা যথার্থই বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদই বাঙালির জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করেছিল। লক্ষণীয় বিষয়, বাংলাভাষার নামে এ দেশের নাম বাংলাদেশ।

১৯৪৭ সালের ১৭ মে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চৌধুরী খালেকুজ্জামান এবং জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তান ডোমিনিয়ন-এর রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার পক্ষে অভিমত দেন। ড. জিয়াউদ্দিন আহমদের এই সুপারিশের অসারতা প্রমাণ করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

*উপপরিচালক (সহযোগী অধ্যাপক), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা

ইউনেস্কোর আদিবাসী ভাষা দশকে বিপন্ন পাত্র সংস্কৃতি

ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান*

এক. ভূমিকা

ভাষা মানুষের সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ। এটি মনের ভাব বা কোনো কথা অথবা বক্তব্য সংজ্ঞাপনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। মানুষের চিন্তা চেতনা প্রকাশের জন্য ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির মধ্যে মূল পার্থক্য ভাষা ব্যবহারে; তাই বলা হয়ে থাকে, ভাষাই মানুষকে মানুষ করেছে। সঙ্গত কারণেই ভাষা যেকোনো ভাষীর আপন সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।

সিলেট বিভাগের চারটি জেলা ও পনেরটি উপজেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ত্রিশটিরও বেশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। সিলেটের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাত্র সম্প্রদায় একটি। তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা রয়েছে। সিলেটের খাদিমনগর এলাকায় পাত্ররা আজ থেকে প্রায় ছয়শ বছর পূর্বে বাস শুরু করেন বলে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়। তাঁদের আগমনের ইতিহাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণযোগ্য নয়, কিংবদন্তিই এর মূল ভিত্তি। পাত্ররা সিলেটের রাজা গৌড় গোবিন্দের অনুসারী বলে দাবি করেন। এ তথ্যের যৌক্তিকতা নিয়ে ইতিহাসবিদ, নৃবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, সিলেটের অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের সংস্কৃতি ও ভাষাগত বৈসাদৃশ্য সহজেই অনুমেয়।

দুই. পাত্র জাতির ইতিহাসে কিংবদন্তি

পাত্রদের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। সিলেটের নামের সঙ্গে পাত্ররাজা গৌড় গোবিন্দের নাম ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। একক আধিপত্য বিস্তারকারী রাজা সিলেটে একসময় প্রতাপের সঙ্গে রাজ্য শাসন শুরু করেন। তাঁর এ রাজ্য পরিচালনায় ধর্মীয় দিক প্রাধান্য পায়। ফলে হিন্দু রাজা হিসেবে হিন্দুসমাজে তাঁর অবস্থান ছিলো অনেক উপরে। তিনি হিন্দুদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন দেবতার বাহক হিসেবে। সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম রক্ষায় হিন্দুরা সবসময় দ্বারস্থ হতেন রাজার। এ ধারা অব্যাহত ছিলো দীর্ঘসময় পর্যন্ত। কিন্তু একটি ঘটনা গৌড় গোবিন্দের শাসনামলকে নাড়া দেয় ভীষণ। ঘটনাটি তাই অবশ্যই উল্লেখ্য।

*অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা : বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন

হোসনে আরা*

বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস—বঞ্চনার ইতিহাস; এই বঞ্চনা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার। এই বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য যে প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপগুলো ক্রমান্বয়ে গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির ইতিহাস—মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস। আর এই মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের কারিগর ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতির পিতা।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে প্রথম সচেতন প্রতিরোধের প্রকাশ ঘটে ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ভাষা-আন্দোলনের মধ্যেই রোপিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নবীজ।

ভাষা-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু

১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ করাচীতে গণপরিষদের অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন—পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র বিধায় উর্দু হবে এখানকার রাষ্ট্রভাষা। বাঙালিরা তাৎক্ষণিকভাবে এর বিরোধিতা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিল। এ সময় পূর্ববাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন জিন্নাহকে সমর্থন করেন এবং এই মর্মে বক্তব্য প্রদান করেন যে, কতিপয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া পূর্ব বাংলায় কেউ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলছে না। গণপরিষদে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে, একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।'[১] জিন্নাহ এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের এরূপ বাংলাভাষা বিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ তথা ছাত্র সমাজ মেনে নেয়নি ফলে তড়িৎ গতিতে বাংলাভাষার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"আমরা দেখলাম বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমুদ্দুন মজলিশ এর প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল,

*সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অমর একুশে : জ্ঞান, শান্তি ও সম্প্রীতির আলো

বাঁধন আরেং*

অমর একুশে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষায় জ্ঞান শান্তি ও সম্প্রীতির আলো ছড়ায়। নীরবে মিলন, ঐক্য, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে যায় বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রান্তে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকা অথচ সক্রিয় অমর একুশের শহিদ মিনার। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে চলেছে অমর একুশের আহবান। মাতৃভাষা মানুষের চেতনাকে আলোকিত করে চলেছে। দেহমনের সাথে যুক্ত ভাষা অন্তরে শক্তি ও প্রেরণা যোগায়। ভাববিনিময়ে আনন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ততা সঞ্চালন করে অন্তরে সম্ভাবনার দীপ জ্বেলে দেয়। এভাবেই মাতৃভাষা চিরন্তন আবেদন সৃষ্টি করে যুগযুগান্তরে। এটি একটি মৌলিক মানবাধিকারও বটে। তবে মানুষ থাকলেই ভাষা থাকে, মানুষ না থাকলে ভাষা থাকে না। তাই মানুষ এবং মাতৃভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা অভিন্ন। একারণেই মাতৃভাষা নিয়ে ভাবতে হয়।

ইউনেস্কো ২৮ জানুয়ারি ফ্রান্সের প্যারিসে এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নিউইয়র্ক-এর সদর দপ্তর থেকে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষাবর্ষ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয় (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24122&LangID=E)। এরই আলোকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানান ভাষার মানুষেরা বছর জুড়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশেও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ভাষা রক্ষায় কর্মরত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভাষাবর্ষ উদ্‌যাপনে সক্রিয় হতে দেখা যায়। এর আগে ২০১৬ সালে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ ২০১৯ সালকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষাবর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us/73 pga.html)। এরই প্রেক্ষিতে ২০২২ সাল থেকে ২০৩২ পর্যন্ত আদিবাসী ভাষা-দশক উদ্‌যাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণায় উজ্জীবিত হয়ে পৃথিবীব্যাপী চলছে দশক জুড়ে ভাষা সুরক্ষার কার্যক্রম সম্পাদনের প্রস্তুতি।

*লেখক ও গবেষক

Article in English

Language Endangerment and Revitalization in Chhattishgarh, India

Dr. Mahendra Kumar Mishra*

We should care about dying languages for the same reason that we care when a species of animal or plant dies. It reduces the diversity of our planet. In the case of language, we are talking about intellectual and cultural diversity, not biological diversity, but the issues are the same ... "Every language is a temple," writes Oliver Wendell Holmes, "in which the soul of those who speaks it is enshrined."

-David Crystal

Abstract

Language is the marker of communication, identity, cognitive development, and marketization. Power figures out the status of languages. Herder's one nation, one language theory has severely affected the globe denigrating the diverse native languages that naturally co-existed. The purpose of using languages has functional differences. Language is intricately connected to the life-world of the people. Multilingualism is the reality of human society with mutual co-existence.

Due to colonialism, standard monolingual ideology was introduced by Indian states one nation, one language theory by denigrating many ethnic languages. Further, the dominance of written culture over the oral one forced the society to push them into the culture of silence.

Industrialization and globalization have compelled the tribes to displace and migrate from their homeland. This led to their language loss even though they were rehabilitated elsewhere since they have been assimilated to the new languages in their latest settlement.

*National Advisor for MLE in Language and Learning Foundation, New Delhi.

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২১-এ শিশুদের আঁকা কয়েকটি ছবি

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
ক গ্রুপে (৬ষ্ঠ - ১০ম) প্রথম পুরস্কার বিজয়ী অর্নিলা ভৌমিক (৭ম শ্রেণি)-এর আঁকা চিত্র

ক গ্রুপে (৬ষ্ঠ - ১০ম) দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী অরম সাহা বর্মন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)-এর আঁকা চিত্র

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
খ গ্রুপে (প্রাক-প্রাথমিক - ৫ম শ্রেণি) প্রথম পুরস্কার বিজয়ী গাজী আয়েশা সিদ্দিকা (৩য় শ্রেণি)-এর আঁকা চিত্র

খ গ্রুপে (প্রাক-প্রাথমিক - ৫ম শ্রেণি) দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী মানহা রহমান (২য় শ্রেণি)-এর আঁকা চিত্র

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
দূতাবাস পরিচালিত স্কুল থেকে (গ গ্রুপ) প্রথম পুরস্কার বিজয়ী Thamney Binaca Rodniguez Roy (Philippines)

দূতাবাস পরিচালিত স্কুল থেকে (গ গ্রুপ) দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী
Zakharova Viktoria (Russian Federation)-এর আঁকা চিত্র

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
ঘ গ্রুপে (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু) প্রথম পুরস্কার বিজয়ী আহমেদ মাশরুর হিমেল-এর আঁকা চিত্র

ঘ গ্রুপে (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু) দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী প্রজ্ঞা পারমিতা রায়-এর আঁকা চিত্র

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের বহির্দৃশ্য